মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক আটক

মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।মিজানুর রহমান গাংনীর হিন্দা গ্রামের স্কুল পাড়ার মৃত খায়ের শেখের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) সকালে একটি বিশেষ অভিযানে গাংনীর হিন্দা গ্রামের স্কুলপাড়া থেকে তাকে আটক করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম বলেন, নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়েরকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় তাকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বাসে আগুন দিয়ে অবরোধ পালনে বাধ্য করছে বিএনপি!

বিএনপির গত ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ সারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় যেকোনও ধরনের নাশকতা ও সহিংসতা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হার্ডলাইনে থাকবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও থেমে নেই নাশকতা।

রবিবার রাতে রাজধানীর নীলক্ষেত মোড়ে একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পর কাওরান বাজার এলাকায় আরেকটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়। গাড়িতে থাকা সোফা সেটে আগুন ধরলেও, স্থানীয়রা দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলে। রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর পল্লবীতে শিকড় পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এসময় প্রত্যক্ষদর্শী হাসান বলেন, রাতে আগুন ধরিয়ে সকালে যারা বের হবে তাদের ভয় দেখানো হয়। এটা যানমালের ক্ষতি, সে হিসাব করে না। আমরা আর অবরোধ চাই না।

বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা ফের ৪৮ ঘণ্টা (৫ ও ৬ নভেম্বর) অবরোধ কর্মসূচির আগেই শনিবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ও রাতে রাজধানীর পৃথক স্থানে পরপর চারটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এদিকে রবিবার (৫ নভেম্বর) সকাল ৬ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুটি বাসসহ একটি মিনি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস রয়েছে। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলামোটরে একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি সতর্কতার পরও এত গাড়িতে অগ্নিসংযোগ কীভাবে হচ্ছে?

সোমবার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাস্তাঘাট ছিলো তারপরেও অনেকটা স্বাভাবিক। ড্রাইভার ছাড়া নিজে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন সেজান। তিনি বলেন, দশদিনের জন্য দেশে এসেছি। এসে এরমধ্যে পড়েছি। দিনের পর দিন বাড়িতে বন্দি করে রাখা এটা কেমন রাজনীতি?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রথমে ৭২ ঘণ্টা তারপর ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ ঘোষণা করে দায় সারছে বিএনপি। তাছাড়া মাঠেও নেই তারা। শুধু জ্বালাও পোড়াও করে ভয় দেখিয়ে অবরোধ পালনে বাধ্য করছে। একের পর এক বাস পুড়িয়ে বাস্তার স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্ন করতে চেষ্টা করছে। এটা কোনো ভাবেই রাজনৈতক দলের কর্মসূচি হতে পারে না।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রতিরোধের জায়গায় জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে না পারলে চোরাগোপ্তা হামলা ঠেকানো যাবে না। একইসঙ্গে পুলিশের টহল আরও জোরদারের কথা বলছেন তারা। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) জানিয়েছে, গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম চলমান থাকবে। কেউ যদি কোনও ধরনের নাশকতা কিংবা সহিংসতার পরিকল্পনা করে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। যেকোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় র্যাবের স্পেশাল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স রিজার্ভ রাখা হয়েছে।

যেমন হবে স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা

আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে “স্মার্ট বাংলাদেশ” স্লোগান নিয়ে ইশতেহার প্রস্তুত করছে আওয়ামী লীগ। এজন্য চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে দলটি। স্মার্ট বাংলাদেশের বিনির্মাণে চারটি মূল লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমি। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণ সবচেয়ে বেশি সরকারের সেবা পাবে এবং নিজেরাও আধুনিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের নেতারা।

ইশতেহার প্রণয়ন উপকমিটির আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অতীতে আমরা কী কী করেছি, আমাদের কী কী অর্জন রয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়। তার আলোকে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করি আমরা।’

তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা পূর্বের বাস্তবায়িত ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পিত রূপান্তর। যা হচ্ছে বিশ্বয়ানের যুগের সমস্ত আধুনিক প্রযুক্তি আর সুবিধাদির সমন্বয়ে তৈরি। ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০০৯ সালে বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ করার জন্য নতুন নীতি ঘোষণা করেছিলো। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ পাবলিক সার্ভিসকে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে এবং দ্রুততার সাথে প্রতিটি মানুষের জীবনকে ডিজিটাল টুল দিয়ে চালনার একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, যদিও গ্রামীণ এলাকায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো কঠিন। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ ১৪ বছরের ব্যবধানে জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক পরিবর্তনে অবদান রেখেছে।

ইশতেহার প্রণয়ন উপকমিটির সদস্যসচিব এবং আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ড. সেলিম মাহমুদ জানান, অনেকের কাছে ‘ডিজিটালাইজেশন’ নীতির সুবিধা ভোগ করে তা অস্বীকার করা বর্তমানে কঠিন হয়ে গিয়েছে। টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল পরিষেবা, ডিজিটাল ফাইন্যান্স এবং ই-কমার্সের মতো বেশ কয়েকটি সেক্টরে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের প্রথম ধাপের সাফল্যের ওপর ভর করে, শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশিদের স্মার্টনেসের নতুন যাত্রা শুরু করতে অনুপ্রাণিত করছেন।

আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতি এজেন্ডার বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। সরকার বেশিরভাগ সেবা ডিজিটালাইজড করেছে। ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটির একটি স্থিতিশীল ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) ১৯ কোটিরও বেশি গ্রাহক রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন, ডিজিটালাইজেশন-সফলতা স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বাণিজ্য, এবং সামাজিক সুরক্ষা নেট পেমেন্টে পরিষেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখন স্মার্ট-এজেন্ডা একটি উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জ্ঞান-প্রযুক্তি-চালিত সমাজ তৈরির আরও বেশি সুযোগের প্রতিশ্রুতি দেয়।

স্মার্ট বাংলাদেশের মূল বৈশিষ্ট্য
স্মার্ট বাংলাদেশে লক্ষ্য হলো- মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২৫০০ ডলার; ৩%-এরও কম মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে; চরম দারিদ্র্য শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। আর স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি মূল উপাদান রয়েছে- ১. স্মার্ট নাগরিক, ২. স্মার্ট সরকার, ৩. স্মার্ট সোসাইটি, এবং স্মার্ট ইকোনমি।

কেমন হবে স্মার্ট বাংলাদেশ
স্মার্ট বাংলাদেশ চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ফোকাস করবে। সেগুলো হলো- সংযোগ, ই-গভর্নেন্স, উদ্ভাবন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। স্মার্ট বাংলাদেশ ন্যায়সঙ্গত অগ্রগতি ঘটাবে যেখানে প্রযুক্তি মূল সক্ষমতার ভূমিকা পালন করবে।
ইন্টারনেট অফ থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সের ব্যবহার প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমকে রূপান্তরিত করবে। স্মার্ট বাংলাদেশ একটি টেকসই পরিবেশ তৈরির জন্য নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ পরিবহনের ওপরও জোর দেয়। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য সাশ্রয়ী, সহজলভ্য, গ্রাহককেন্দ্রিক, কাগজবিহীন এবং নগদবিহীন জনসেবা প্রদান করা।

শূন্যের কাছাকাছি বৈষম্য
সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন এর সেতু করে বৈষম্য দূর করতে চায় সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকার সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে। এটি একটি প্রযুক্তি-সক্ষম স্মার্ট অর্থনীতি এবং সমাজের সুবিধা প্রদানের জন্য একটি নতুন পথরেখার সুচনা। দেশের গ্রামগুলোকে শহরের মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গড়ে তোলার

নীতিমালা ইতিমধ্যেই চলছে।

অন্তর্ভুক্তি ক্ষমতায়ন
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একটি স্মার্ট জাতির জন্য স্মার্ট নাগরিক তৈরি করা এই নীতির উদ্দেশ্য। প্রযুক্তির পাশাপাশি মানবিক দক্ষতা নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করবে। নাগরিকরা সমস্যা সমাধানকারী হিসাবে বড় হবে যারা সমাধানের জন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করবে না। এটি একটি প্রগতিশীল সমাজের কল্পনা করে যেখানে সমস্ত সদস্য অন্তর্ভুক্তির সুবিধা ভোগ করবে। সোসাইটি তার সদস্যদের উদ্ভাবক হতে উৎসাহিত করবে। “কেউ পিছিয়ে নেই” মন্ত্র নীতিনির্ধারণকে গাইড করবে।

তারুণ্যকে অগ্রাধিকার
বাংলাদেশে তারুণ্যের স্ফীতি আছে। আগামীতে দেশকে এগিয়ে নিতে আজকের তরুণরা স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। স্মার্ট বাংলাদেশ তরুণ প্রজন্মের চালিকাশক্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। চতুর্থ শিল্প বিল্পব ইতিমধ্যেই চলছে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ল্যান্ডস্কেপ পুনর্নির্মাণ শুরু করেছে। তরুণদের উন্নত দক্ষতা ও উদ্যোক্তা মানসিকতা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বাংলাদেশের স্মার্ট-এজেন্ডা তৈরি হচ্ছে তার তরুণদের গতিশীলতার দ্বারা।

কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক গ্রেফতার

কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক(৬২)কে গ্রেফতার করেছেন, থানা পুলিশ। রবিবার রাতে তাকে মহেশপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আল মাসুদ মিয়া।

জানা যায়,কোটচাঁপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের মৃত দলিল উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

আব্দুর রাজ্জাক গেল ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর থানার নাশকতা মামলার আসামি। মামলা হওয়ার পর তিনি মহেশপুর উপজেলার একতাঁরপুর গ্রামে লেন্টু মেম্বরের বাসায় ছিলেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে তাকে মহেশপুরের ওই বাসা থেকে গ্রফতার করেন। সোমবার সকালে তাকে আদালতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আল মাসুদ মিয়া বলেন,নাশকতা মামলায় রবিবার রাতে
বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি মহেশপুর উপজেলা একতাঁরপুর গ্রামের লেন্টু মেম্বরের বাসায় পালিয়ে ছিলেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি সহ ওই মামলায় আজ পর্যন্ত ১০ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যহত রয়েছে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার পোড়াপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে গাংনী থানার এস আই হাফিজুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে

গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা এস আই আব্দুল মতিন জানান, গত রবিবার দায়ের করা নাশকতা মামলার আসামি হিসেবে তাকে আটক করা হয়েছে। আটকের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় জামায়াত-বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

দর্শনায় জামায়াত- বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের প্রতিবাদ সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন,দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহ সম্পাদক মান্নান খাঁন,আব্দুস সালাম ভুট্ট মামুন শাহ,হবা জোয়াদ্দার, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ,সাধারন

সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন, তপু,লোমান,মিল্লাত,প্রমুখ।

বক্তরা বলেন,নির্বাচন বানচাল করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষের জান মালের ক্ষতি করছে জামায়াত বিএনপি। তাদের অরাজগতা রুখে দিয়ে সন্ত্রাসীদের আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। জামায়াত বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগনের সাথে নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। দেশ ও মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে আগামী নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে ক্ষমতার আসনে বসাতে হবে আওয়ামীলীগকে।

অবরোধের প্রভাব নেই রাজধানীতে

বিএনপি-জামায়াতের ডাকা টানা দুই দিনের অবরোধ শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহের হরতাল ও ৭২ ঘণ্টার অবরোধের তুলনায় এবারের অবরোধের প্রথম দিন রবিবার রাজধানীতে যান চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে। জনমনে কিছুটা আতঙ্ক থাকলেও জীবিকার তাগিদে কর্মস্থলে ছুটছেন মানুষ। রাজধানীর মিরপুর, গুলিস্তান, পল্টন, শাহবাগ, নতুনবাজার, গুলশান, বাংলামোটর ও কারওয়ান বাজার এলাকায় ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।

এদিকে রবিবার সকাল থেকে মিরপুর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হওয়ায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহউদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। রেলস্টেশনগুলোতে ছিলো উপচে পড়া ভীড়।

৫ নভেম্বর সকালে শনিরআখড়া, কাজলা এলাকা ঘুরে দেখা যায়, জীবিকার তাগিদে সকাল থেকেই ছুটছে লোকজন। উত্তরা থেকে ঢাকাগামী অফিসযাত্রীরা কিছুটা যানজটে পড়েছে। যানবাহন চলছে অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতই। তবে অতীত অবরোধের অভিজ্ঞতায় কিছুটা আতঙ্ক কাজ করছে জনসাধারণের মধ্যে। তারা বলছেন, ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটিয়ে আতঙ্ক তৈরী করা হয়েছে বলে অনেকে ব্যক্তিগত গাড়ি বের করেনি। কিছুটা আতঙ্ক কাজ করছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন রাকিব হাসান। তিনি বলেন,‘ কাল সন্ধ্যায় বাস পোড়ানোর কারণে একটু ভয় কাজ করছিলো। কিন্তু

অফিসতো যেতে হবে। সকালে বের হয়ে দেখি অবরোধে তো সবকিছুই স্বাভাবিক। মানুষ এখন আর এসব কর্মসূচিতে সমর্থন দেবে না। অতীতে দেখেছি অবরোধে ককটেল বিস্ফোরণ, যানবাহনে আগুন দেওয়ার মতো ঘটনা। তাই কিছুটা আতঙ্কে আছি।’

মতিঝিল ব্যাংক পাড়ার একজন কর্মকর্তা বলেন, অবরোধ ডেকে ফেললেই হলো? মানুষ দিনের পর দিন ঘরে বসে থাকতে পারবে? গত সপ্তাহে তিনদিন কাজ করতে পারেনি, জীবন স্বাভাবিক রেখে কর্মসূচি দিলে মানুষকে পাশে পেলেও পেতে পারে, অবরোধ ডেকে পাবে না। এই যে দেখে মনে হচ্ছে না কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি চলছে, সবকিছুই তো স্বাভাবিক এটা বিএনপির জন্য ভীলে হলো?

২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ ও সেখানে সৃষ্ট সহিংসতার পরে ২৯ অক্টোবর সারা দেশে বিএনপির ডাকা সকাল-সন্ধ্যার হরতাল পালিত হয়। এরপর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ঘোষণা করেন, ৩১ অক্টোবর (মঙ্গলবার) থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত টানা অবরোধ পালন করবে বিএনপি ও এর শরিক গণতন্ত্র মঞ্চ। পরে জামায়াতও অবরোধের ডাক দেয়। সেটা শেষ হতেই ৫ও ৬ নভেম্বর আবারও অবরোধের ঘোষণা দেয় দলটি।

ঝিনাইদহে গাড়ী পুড়লে ক্ষতিপুরণ তাদেরকেই দিতে হবে- সাইদুল করিম মিন্টু

বিএনপি ও জামায়াতের চলমান অবরোধ কর্মসূচীতে ঝিনাইদহে যদি কোন গাড়ী পোড়ায় তবে তার ক্ষতিপুরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

গতকাল শনিবার বিকালে বিএনপি ও সমমনা দলের ডাকা অবরোধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, সন্ত্রাসী দল বিএনপি দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। প্রতিনিয়ত যানবাহনে আগুণ দিচ্ছে। তারা শান্ত দেশতে অশান্ত করার পায়তারা করছে। তাই আমরা ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ রাস্তায় আছি। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির এই নৈরাজ্য প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক মাঠে আছে।

তিনি আরও বলেন, আপনার যারা ব্যবসা করেন তারা নিশ্চিতে দোকান-পাট খুলে ব্যবসা করতে পারেন। আপনাদের কোন প্রকার ক্ষতি আমরা হতে দিব না। আর যারা পরিবহণ ব্যবসা করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, নিশ্চিন্তে আপনার গাড়ি চালান। ঝিনাইদহে বিএনপি যদি গাড়ী পোড়ায় তার ক্ষতিপুরণ আমি দেব। তবুও আপনারা গাড়ী চালান। কারণ মানুষের খুবই ভোগান্তি হচ্ছে।

জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দুপুরে শহরের পায়রা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও, জেলা আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুল মালেক, এ্যাড. ছালমা ইয়াসমিন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহরিয়ার করিম রাসেল, সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মুজিবনগরে উপজেলা জামায়াতের আমিরসহ গ্রেফতার ৫

মুজিবনগরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নাশকতা মামলার আসামি মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমির খানজাহান আলী সহ ৫ জামায়াত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

রবিবার উপজেলার বিভিন্ন স্হানে অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা জামায়াতের আমির বিশ্বনাথপুর গ্রামের মোজাম্মেল হক এর ছেলে খান জাহান আলী (৪৫),মোনাখালী ইউনিয়ন জামায়াতের ৫ নম্বর ওয়ার্ড সেক্রেটারি শিবপুর গ্রামের ছামছার শেখের ছেলে আসাদুল হক, (৫০),

দারিয়াপুর ইউনিয়ন জামায়াতের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি গৌরিনগর গ্রামের মৃত আপে মন্ডলের ছেলে আব্দুল (৫৭)ও মফেল শেখ এর ছেলে ফরিদুল ইসলাম,এবং আজিজুল হক এর ছেলে নূর মোহাম্মদ (৫৫)কে গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, উপজেলার পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে নাশকতা মামলার আসামি উপজেলা জামায়াতের আমিরসহ ৫ জামায়াত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।

ভোরের আলো ফোটার আগেই গাংনীর সড়কে বিএনপি’র মিছিল

দেশব্যাপী বিএনপি’র ডাকা দ্বিতীয় ধাপের অবরোধের প্রথম দিনে জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে ভোরের আলো ফোটার আগেই গাংনীর সড়কে নেমে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি’র নেতাকর্মীরা।

আজ রবিবার ৫ নভেম্বর ভোরে জাবেদ মাসুদ মিলটনের নেতৃত্বে গাংনী- বোয়ালিয়া সড়কে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের পোড়া পাড়া নামক স্থানে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

এসময় জাবেদ মাসুদ মিলটন এর সাথে ছিলেন রায়পুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ উদ্দিন কালু, বিএনপি নেতা নাসির, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

জুলফিকার আলী ভুট্টোর
নেতৃত্বে মিছিল

আর জেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে অবরোধের সমর্থনে মিছিলে অংশ নেওয়া
৩০ নেতাকর্মীর মধ্যে ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার, ধানখোলা ইউপির সাবেক মেম্বর ও পৌর যুবদলের সভাপতি সাইদুর এবং পৌর যুবদলের সেক্রেটারি এনামুল সহ আরও অনেকে।